Released 1954

1-1-54

বাংলার অপরাজেয় কথাচিত্র

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের

মা ও ছেলে

• কুশলী •

পরিচালনা : গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

কাহিনী—মন্মথনাথ ঘোষ।

গীতিকার—শৈলেন রায়।

সুর-যোজনা—শৈলেশ দত্তগুপ্ত।

চিত্রশিল্পী—জয়ন্তীভাই জানি, শচীন দাশগুপ্ত।

শব্দযন্ত্রী—ক্ষেত্র ভট্টাচার্য্য।

ব্যবস্থাপনা—সিদ্ধেশ্বর গুপ্ত।

সম্পাদনায়—সুধীন্দ্র পাল।

শিল্পনির্দ্দেশনা—ঈশ্বরপ্রসাদ।

আলোকসম্পাতে—মহম্মদ শুদ্ধা।

রূপসজ্জায়—ত্রিলোচন পাল।

কারুশিল্পে—সন্তোষী মিস্ত্রি।

স্থিরচিত্রে—কৃষ্ণ পাইন।

আবহ সঙ্গীত যোজনা—শৈলেন রায়।

আবহ সঙ্গীত—সুরশ্রী অরকেষ্ট্রা।

চিত্রপরিস্ফুটনে—বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরিজ লিঃ

প্রচার তত্ত্বাবধানে—পরিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

রূপায়ণে :

অনুভা গুপ্তা, মলিনা দেবী, সাধনা বসু, পদ্মাদেবী, ছায়াদেবী, সুপ্রভা মুখার্জ্জি, যমুনা সিংহ, গীতশ্রী, রেণুকা রায়, সুদীপ্তা রায়, রাধারাণী (রেডিও), পূর্ণিমা, মনোরমা (বড়) মনোরমা (ছোট), শান্তা দেবী, কমলা দেবী, প্রফুল্লবালা, সুলেখা।

* * *

অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য কমল মিত্র, বিকাশ রায়, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল লাহিড়ী, মিহির ভট্টাচার্য্য, সন্তোষ সিংহ, তুলসী লাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, সমীর কুমার, শ্যামলাহা, গৌরীশঙ্কর, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, বেচু সিংহ, আশু বোস, পুরু মল্লিক, সুধীর মিত্র, মাষ্টার মনোগোপাল লাহিড়ী, মাষ্টার চম্পক ঘোষ, ধীরেশ (দাদু), মনোজ চট্টোপাধ্যায়, নীরেন ভাদুড়ী, অনিল গাঙ্গুলী, রাধামোহন পাল, হেম মল্লিক, কৃষ্ণগোপাল ঘোষ, সদানন্দ বসু, শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়, ওসমান, পটলা, গুরুদাস এবং আরো বহু শিল্পী।

• সহকারী •

- পরিচালনায় (প্রধান)—রবি বসু, বিদ্যুৎ ধর, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
- শব্দযন্ত্রে—মহম্মদ ইয়াসিন, সুহাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
- সম্পাদনায়—বিভাস চক্রবর্ত্তী।
- চিত্রশিল্পে—কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময় বসু।
- ব্যবস্থাপনায়—প্রমোদ রায়চৌধুরী।
- রূপসজ্জায়—দেবী হালদার।
- প্রচারতত্ত্বাবধানে—অজিত সেন।

একমাত্র পরিবেশক : শ্রীভারতলক্ষ্মী ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৬-৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩, ফোন : ব্যাঙ্ক ৩৮০০

বিশ্বমাতৃত্বের পাদপীঠে পরম শ্রদ্ধাসহকারে উৎসর্গীকৃত হইল...

দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর জীবনে
তোমার অমৃতদৃষ্টি স্নেহের সিঞ্চনে
বিকশিত করো বারংবার
হে জননী তব শুভ্র কমল চরণে
লহো দীন সন্তানের দীন নমস্কার॥

মা ও ছেলে

টালিগঞ্জের জমিদার মহেশ রায়ের ছেলে শিশির, শিকারের চেষ্টায় একদিন গ্রামে বন্ধু নিশীথের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে গ্রামেরই কন্যাদায়গ্রস্ত এক ব্রাহ্মণ হরিহর এলেন কিছু সাহায্য প্রত্যাশায়। তাঁর দুরবস্থার কথা শুনে বিগলিত-চিত্ত শিশির তাঁকে দান করলো দুশো টাকা। সকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁর বিনীত নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন বিবাহের দিন যেন শিশির তাঁর বাড়ীতে আসে......

সেদিন হরিহরের মেয়ের বিয়ে। শিশিরের সে কথা মনেই ছিল না। দৈবাৎ হরিহরের বাড়ীর কাছে গিয়ে পড়তে হরিহর আনন্দব্যস্ত হয়ে তাকে নিয়ে গেলেন বাড়ীর ভিতরে—স্ত্রী নারায়ণী ও মাধবীর সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন শিশিরের। এমন সময় শাঁখ বেজে উঠলো, অভ্যাগত মহলে কলরব। বর

এসেছে বুঝি ? কিন্তু কৈ বর ? শূন্য পালকী ফিরে এসেছে। কারা নাকি ভাংচি দিয়েছে। হরিহরের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। উপায়ান্তর না পেয়ে হরিহর করজোড়ে অভ্যাগতদের সামনে দাঁড়ালেন—কোন হৃদয়বান্ সজ্জন যদি তাঁর বিবাহযোগ্য সন্তানকে ভিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণের জাতি কুলমান রক্ষা করেন। হরিহরের অদৃষ্টে জুটলো ধিক্কার, অপমান আর লাঞ্ছনা। তাঁর এমনি বিপদে এগিয়ে এলো শিশির, মাধবীকে সেই বিয়ে করবে। হরিহর যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। মাধবীর সঙ্গে শিশিরের বিয়ে হয়ে গেল। নববধূর সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে শিশির আবার চলে গেল শিকারে। কথা রইল কলকাতা ফেরবার পথে মাধবীকে সে নিয়ে যাবে......

কিন্তু কোথায় শিশির ? দিনের পর দিন কেটে যায়। মাধবী পথ চেয়ে থাকে আর কাঁদে। এমনি করে প্রায় তিনমাস কেটে গেল। মাধবীর দেহে মাতৃত্বের লক্ষণ ফুটে ওঠে। ক্রমে ক্রমে প্রতিবেশীদের রসনাও বিষ ঢালতে সুরু করলো। অবশেষে হরিহর একদিন মেয়ে নিয়ে রাখতে চললেন তার শ্বশুর বাড়ীতে। শিশিরের বাবা মহেশ রায় যেমন ধনী তেমনি রুক্ষ ও দাম্ভিক। দরিদ্র হরিহরের মুখে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা শুনে ক্ষেপে উঠলেন। শিশির যে পুর্ব্বেই বিবাহিত একথা জানিয়ে দিয়ে মাধবীকে বারাঙ্গনা বলে এবং হরিহরকে অকথ্য অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। অপমানিত ব্রাহ্মণ মেয়েকে নিয়ে ফিরলেন স্বগ্রামে।......

শিশিরের প্রথমা পত্নী রমলা, অনিন্দ্যসুন্দরী, সতীসাধ্বী, রায়বংশের কুললক্ষ্মী, কিন্তু স্বামীর অবহেলায় সেও ম্রিয়মান হয়ে থাকে, কিন্তু শিশির তা গ্রাহ্য করে না, সে সর্ব্বদাই আমোদ প্রমোদে ভাসিয়ে রাখে নিজেকে।

গ্রামের সমাজ নিরপরাধ ব্রাহ্মণ পরিবারকে একঘরে কোরলো। এমনি অবস্থা যে এঁদের এক একদিন অন্নই জোটে না। নিজের জন্য মা বাবার এই অবস্থা দেখে মাধবী একদিন নিঃশব্দে গৃহত্যাগ কোরলো—চিঠি লিখে

গেল, যতদিন আপন মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারবে, ততদিনই সে জীবন রাখবে।

কোলকাতার পথে পথে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায় মাধবী। কালীঘাটের পথে জন কয়েক ইতর যুবক তার পিছু নিল। ত্রস্তা কুরঙ্গী আত্মরক্ষার জন্য এসে পড়লো যার কাছে সেও ভাগ্যবিড়ম্বিত এক মানুষ, বৃদ্ধ মাতাল নাম মনোহর চক্রবর্ত্তী। মনোহরের মরা মেয়ের নামও ছিল মাধবী, মনোহর যেন তার মরা মেয়েকে ফিরে পেয়েছে এমনি আদরে গৌরবে মাধবীকে আশ্রয় দিল। মনোহর ভাবে, ছলে বলে যদি একটিবার শিশিরকে ধরে আনা যায় মাধবীর কাছে, তাহলে শিশির আর কিছুতেই মাধবীকে ছেড়ে যেতে পারবে না। চেষ্টা করে মনোহর একদিন নিয়েও এলো শিশিরকে কিন্তু শিশির তাকে কুলটা বারবিলাসিনী বলে মর্ম্মান্তিক অপমান করে গেল। মাধবীর শেষ ভরসাও নির্ম্মূল হয়ে যায়। তার মরাও চলে না, গর্ভে আছে অনাগত সন্তান। সন্তান এলো, ফুলের মত সুন্দর নিষ্পাপ শিশুপুত্র। মনোহর নাম রাখলো অশোক। মনোহরের অপরিসীম স্নেহে, আদরে, শিক্ষায় অশোক বড় হতে লাগলো। মনোহর খেলার মাঝে শিশুর মনে এঁকে দেয়—উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি, চারিত্রিক গরিমা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন।

—"দাদু বড় হয়ে জজ হতে হবে। অপরাধী দুষ্টুকে দিতে হবে শাস্তি, ভাল সৎ লোকদের রক্ষে করতে হবে।" এ সুখও মাধবীর সইল না। অশোক যখন পাঁচ বছরের তখন হঠাৎ একদিন মনোহরের মৃত্যু হলো। মাধবীর সম্মুখে কালো অন্ধকারের পাহাড়। পরের বাড়ীতে রাঁধুনী বৃত্তি করে চালায় কোনক্রমে, অশোককে মানুষ করতেই হবে। লেখাপড়ায় স্বভাব মাধুর্য্যে অশোক সবারই প্রিয়, স্কুলে বছর বছর ফাষ্ট হয় অশোক।...ক্রমে ম্যাট্রিকুলেশান, আই-এ। শেষে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সোনার মেডেল পেয়ে বাড়ী এল অশোক। মাকে প্রণাম করতে গেলে—চোখ মুছে মা বললো—মেডেলটা তুই তোর দাদুর ছবিতে পরিয়ে দে, অশোক।

মনোহরের ছবির গলায় ঝুললো সে সোনার মেডেল।...

বি. এ পড়বার সময়েই অশোক ছাত্রী পড়াতো—নাম তার অঞ্জলি, বারিষ্টার শ্রীশ মুখার্জ্জীর মেয়ে, রূপে গুণে উজ্জ্বলা তরুণী। লেখাপড়ার অন্তরালে অঞ্জলি মনের খাতায় লিখেছিল অনুরাগের প্রথম পাঠ। অঞ্জলির মাও মেয়ের মনের খবর জানতেন। অশোকের বাসনা এবার সে আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে বিলাত যায় যদি সুযোগ ঘটে। স্ত্রীর মুখে শুনে শ্রীশ বাবুও আনন্দিত হয়ে সম্মতি দিলেন, তাঁর খরচেই যাক্ অশোক বিলেতে—অঞ্জলিকে বিয়ে করে। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। অঞ্জলির মামা রমেশ এই আনন্দের মাঝখানে আনলেন বাধা, বললেন অশোকের পিতৃপরিচয়ই নেই—তার মা ছিলেন এক লম্পট মাতালের আশ্রিতা। অতিশয় লাঞ্ছনা, অপমানের মধ্যে অশোক বিতাড়িত হলো অঞ্জলিদের বাড়ী থেকে। অঞ্জলির বুকের ভিতর অশান্ত হয়ে ওঠে ব্যথার সাগর, কিন্তু উপায় নেই! অপমানাহত ক্ষুব্ধ যুবক বাড়ী ফিরে মায়ের কাছে চাইল তার পিতৃ পরিচয়, তার জন্মগত অধিকার। মাধবী ছেলেকে সব কথা খুলে

বললো।......সেদিন গভীর রাত্রে বিনিদ্র লম্পট শিশিরের বিশ্রাম কক্ষে পড়লো করাঘাত। শঙ্কিত হয়ে রিভলবার তুলে নেয় শিশির। প্রবেশ করলো অশোক। বললো "আপনি রতনপুর গ্রামের মাধবী দেবীকে কি বিবাহ করেছিলেন ?" নির্ল্লজ্জ শিশির প্রশ্ন করে—"তা জেনে তোমার লাভ ?" যুবক বললো—"আমি সেই মাধবীদেবীর ছেলে ; আপনার বিষয়, সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্যের উপর বিন্দুমাত্র লোভ আমার নেই,—শুধু বলুন আমি আপনার ছেলে"...সন্তানের প্রথম অধিকারকে অস্বীকার করলো শিশির—তীব্র ব্যঙ্গ করে বল্‌লো—"কুলটা-পুত্রের আবার পিতৃ পরিচয়" !

এই ঘটনার পর অশোক গৃহ ত্যাগ করলো, মাকে লিখে গেল যতদিন না মায়ের দুঃখ ঘোচাতে পারবে, ততদিন সে ফিরবে না। ছেলের শোকে মাধবী এবার ভেঙ্গে পড়লো। অশোক ঘুরতে ঘুরতে পেল এক চাক্‌রী, নওয়াদার জঙ্গলে ফরেস্ট অফিসার শশধর মুখার্জ্জীর মেয়ে ঝর্ণার গৃহ শিক্ষকতা। তরুণী ঝর্ণার মানস লোক রক্তিম করে নাম্‌লো প্রেমের স্বপ্ন। শশধর বাবুরাও সানন্দে মেয়ের ইচ্ছার অনুমোদন করলেন। কিন্তু অশোক

স্থির করেছে বিলেত থেকে আই-সি-এস না হয়ে সে বিবাহ করবে না। ঠিক হলো আপাতত বাগ্‌দান হ'য়ে থাক। অশোক যাক বিলেতে শশধরের অর্থে—ফিরলে বিয়ে হবে। এদিকে শিশির রায়ের ঐশ্বর্য্যের মণিকোঠায় ফাটল ধরেছে। বাল্য বন্ধু শশধরের কাছ থেকে টাকা ধার করবার জন্য শিশির রায় এলো শশধরের বাড়ীতে। তারপর পুনর্ব্বার এলো অশোকের গভীরতম অসম্মান। অশোক আবার আশ্রয়চ্যুত হলো। এদিকে অঞ্জলি খবরের কাগজ মারফৎ অশোকের বিলাত যাত্রার কথা জেনে একটি বার দেখা করবার জন্য এল শশধরের বাংলোয়, তখন অশোকের ভাগ্য বিড়ম্বনা ঘটে গেছে। অশ্রুমুখী তরুণী মিনতি করে...শশধরকে...তার বিলেত যাওয়াটা যেন বন্ধ না হয়। খরচ আপনি দিন, তার বিনিময়ে আমার এই গয়নাগুলো আপনি রাখুন। শশধর অঞ্জলির মিনতি এড়াতে পারলো না। অশোক ভাবলো—এ শশধরের উদারতা—সকৃতজ্ঞ অশোক যাত্রা করলো ইংল্যাণ্ড। রিক্তা অঞ্জলি ফিরলো কলকাতায়, যাত্রা তার সার্থক হয়েছে।...

...মনের দুঃখে মাধবী বেড়ায় ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে। আকুল হয়ে ভাবে—ঠাকুর ফিরিয়ে দাও আমার অশোককে। অনন্ত শূন্যের নির্জ্জনতায় নারায়ণের আসন টল্‌লো ?...

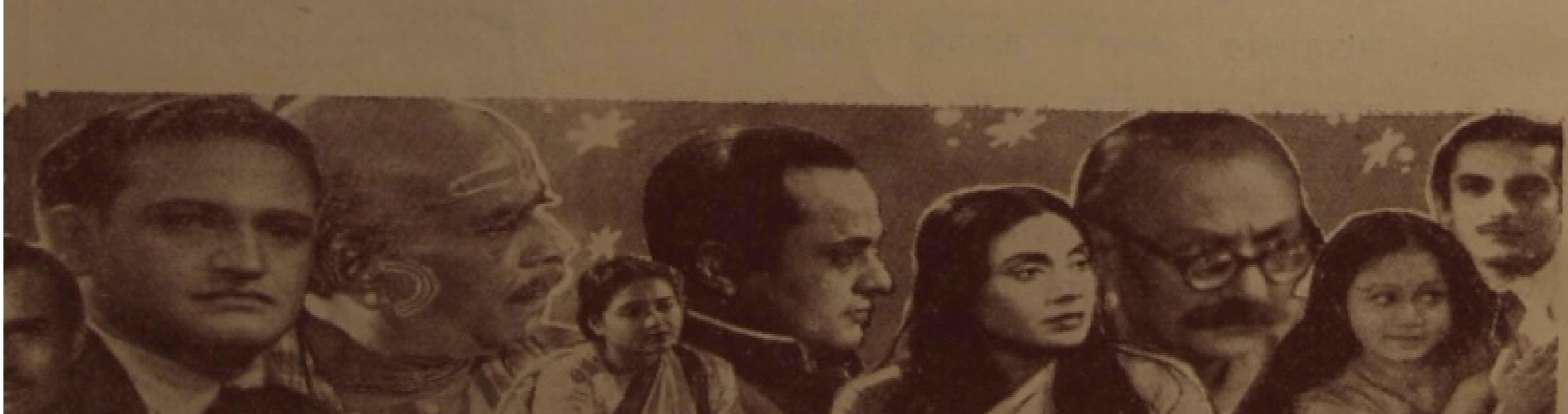

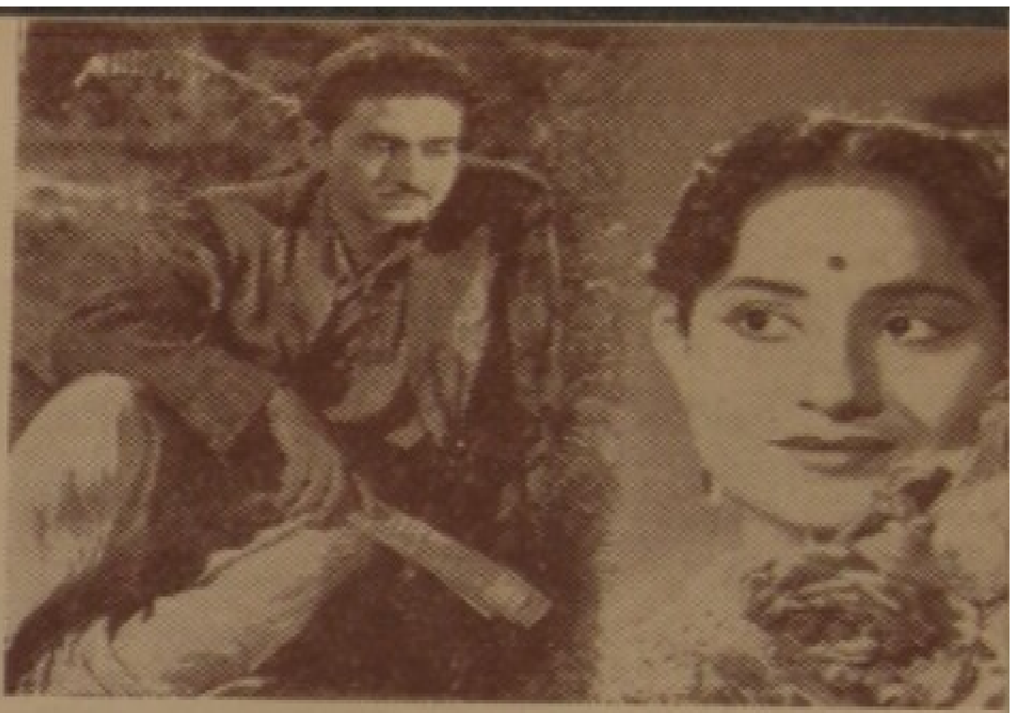

প্রতীক্ষা করে বিরহ ক্লান্তা শবরী, অঞ্জলির দুটো চোখ চেয়ে থাকে সাগরের পরপারে। শিশির রায়ের জীবন যাত্রার পঙ্কিল পিছল পথে ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান—সাধ্বী রমলা রোধ করতে পারে না। দিন যায়...একদিন ফিরলো অশোক রায়, আই-সি-এস পরীক্ষায় প্রথম হয়ে বিচারকের আসনে। সার্থকতার আনন্দ ম্লান হয়ে যায়—যে মায়ের জন্যে এত কষ্ট, এত সাধনা সেই মা নেই ঘরে, অশোক মুসড়ে পড়লো। শিশির রায়ের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। এক ঘৃণিত মামলার আসামী হয়ে সে এসে দাঁড়ালো বিচার প্রতীক্ষায়, বিচারকের সামনে। বিচারকর্ত্তার মুখ দেখে শিউরে উঠলো অপরাধী। জীবনের সবচেয়ে বড় অপরাধ সে করেছে যার কাছে, আজ বিচার প্রার্থনা করতে হবে তারই ধর্ম্মাধিকরণের সামনে।

বিচারকের মুখেও নেমেছে দুজ্ঞেয় গাম্ভীর্য্য—

—জন্মদাতার বিচার করবে সন্তান, এই কি বিধাতার বিচার ?

—কোথায় আজ মাধবী ?

আপন মনে তীর্থপরিক্রমায় মগ্না ভাগ্যহতা অভিমানিনী কোথায় গেল ?

রাত্রি শেষের আকাশপ্রান্তে শুকতারার মত শুভদৃষ্টিপাত করে এল যে অঞ্জলি, তারই বা কি হলো ? প্রজাপতির মত বিলাসিনী ঝর্ণা, কালপুরুষের নিষ্করুণ পদক্ষেপে তারা কি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ?

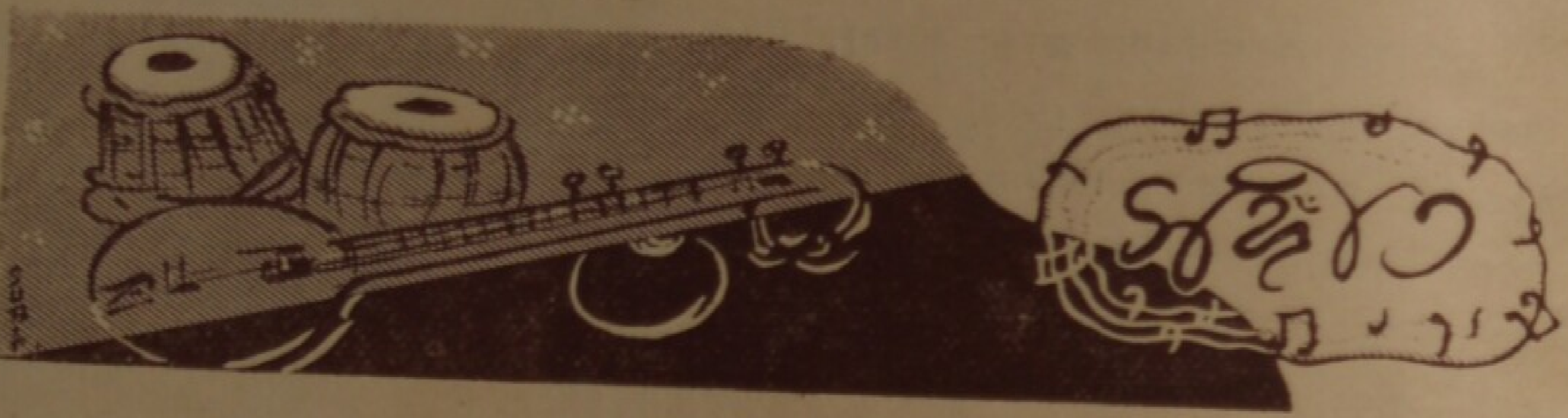

(১)

পরমশান্তি কৃষ্ণকান্তি তমালবরণ শ্যাম
নীলোৎপল মুখমণ্ডল নয়নের অভিরাম
শিয়রে মুকুটাভরণ পদ্মপলাশ অরুণনয়ন
অধর—শোভন বেণু-মুখরিত অনাহত রাধানাম।
নন্দলালা। নন্দলালা গোপালা-মুরলীওয়ালা রে
সারে জগকা তুহি রাখোয়ালা রে...(নন্দলালা)
মোর মুকুট পীতাম্বর সোহে, গল বজয়ন্তি মালা
বৃন্দাবনমে ধেনু চরাওয়ে মোহন মুরলীওয়ালা...(নন্দলালা)
বালগোপালসঙ্গপ্রিয় রাধা ঔর সারী ব্রজবালা
বনশীবটপে রাস রচাওত, মোহন মুরলীওয়ালা...(নন্দলালা)
দিনদয়ালা মনোহর কালা-গোকুলকা উজিয়ালা
ভক্তোঁকা দুখ্ হরনেওয়ালা, সাঁওর বনশীওয়ালা...(নন্দলালা)

(২)

চাঁদ দেখা দিলো সাঁঝের স্বপনে, বিহগের কলগীতি,
শিশিরের বুকে ছলছল করে তোমারই স্মৃতি ॥
ওগো প্রিয়তম যা দিয়েছো মোরে দান, তাই দিয়ে রচি নিতি নিতি নবগান
ভুলোনা আমারে প্রিয়, ভুল না, ভুল না মিলনী চাঁদের তিথি ॥
মনের দেউলে অনুরাগ ফুলে গাঁথিয়া মালা, তোমারে সঁপিয়া আমার হিয়ার জুড়াই জ্বালা।
আমার প্রাণের ভালোবাসিবার আলো, জ্যোছনা হয়ে যে দিশি দিশি ছড়ালো
চলে যাবে জানি, তবু রবে তুমি ভরিয়া স্মরণবীথি ॥

(৩)

নীল যমুনারই তীরে কার বাঁশী বাজে গো
বনমাঝে বাজে বাঁশী মনমাঝে গো
গাগরী ভরিতে আজ যাব কি গো যাবনা
ঘরে যে ননদী হায় এ যে বড় ভাবনা
বাঁশরিয়া নিল হিয়া, ভুলি গৃহকাজে গো ॥

(৪)

চঞ্চল যৌবন স্বপ্নে বিভোর-সাথী গো গানের সাথী
চৈতালী চম্পাবনে তুমি আনো মোহন রাতি।
তুমি মোর মলয়হিলোল, পাপিয়ার পিয়া পিয়া বোল—
মহুয়াবনের তুমি মধু গো, জ্বালো বঁধু চাঁদের বাতি ॥
তুমি মোর গানের বাণী, তুমি সুর, ছন্দ আমি, বুকে মোর গন্ধ তুমি
তব লাগি আমি যে কুসুমি
আমি ছায়া তুমি প্রিয়া আলো, আমি জ্বলি তুমি মোরে জ্বালো
স্বপনসূর্য্য তুমি প্রিয় হে, তুমি আনো মোর প্রভাতী— ॥

(৫)

আজি ব্যাকুল গোকুল অন্ধ যশোমতী অন্ধ, প্রাণের গোপাল নাই, নাই রে আনন্দ
মথুরায় গেছে, বৃন্দাবনে সে তো নাই রে,
বলে দুখিনী যশোদা, নয়নের মনি নীলমণি কোথা পাইরে ॥
মন লাগেনা কাজে
আমি কৃষ্ণবিহীনা কৃষ্ণজননী—কী বা খ্যাতি বলো আছে।
শ্যাম তমালের বনে শ্যামলতা নাই, শুনিনা নূপুর ছন্দ
আজি অন্ধ হয়েছে মায়ের নয়ন হারায়ে নয়নানন্দ ॥
(আজ) শশীভানু আর শোভেনা আকাশে, ভ্রমর বসেনা ফুলে
গোঠে চলেনাকো ধেনু, বাজেনা গো বেনু নীল যমুনার কূলে ॥
ভুলি রন্ধন আর দধিমন্থন যত আহিরিণী বালা
(আহা) পথের ধুলায় গড়াগড়ি যায় বলে ফিরে এস কালা ॥
বলে ফিরে এস, ব্রজাঙ্গনার মনপঙ্কজবাঞ্ছিত মধুকর
বলে ফিরে এস, একবার দেখে যাও তোমার জননীকে
বলে ফিরে এস কালা ॥

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সে'র—
আগামী বর্ষের সানন্দ অভিবাদন

অতুলনীয় নাট্যসম্পদে বিশিষ্ট
অনুপম নৃত্যগীত লাস্যে চঞ্চল
মধুরতম অভিনয়ে অনুপম

গৃহলক্ষ্মী (হিন্দী)

কৌশল্যা, উর্ম্মিলা, আগা, হীরালাল, সুন্দর
অজিত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কুশলী সমাবেশে

মুক্তিপ্রতীক্ষায়

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
বিশ্রুত উপন্যাস অবলম্বনে

শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমবায়ে—

"রাজপথ"

● প্রস্তুতির পথে ●

অপরাজেয় নাট্যকার মন্মথ রায়ের
● গভীর নাট্যরস সমৃদ্ধ
● সার্থকরসোত্তীর্ণ
● মহাভারতের মহামানবের জীবনালেখ্য

কারাগার

ভূমিকালিপি শীঘ্রই ঘোষিত হইবে

● নির্ম্মীয়মান ●

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সে'র তরফ হইতে শ্রীপরিমল কুমার চট্টোপাধ্যায়, কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও
শ্রীঅজিত সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও দ্বারা মুদ্রিত।